কারা অধিদপ্তর

পটভূমি :

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তাঁর কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে । বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" এবং "কারাগারের রোজনামচা" নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছুর সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদা প্রমুখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে । এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান ।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে । এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে ।

বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার ।

ক্রমবিকাশ :

১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা শুরু;

১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণীত হয়;

১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণীত হয় ।

১৯০০ : প্রিজনারস অ্যাক্ট প্রণীত হয় ।

১৯৪৭ : ০২টি কেন্দ্রীয়, ১২ জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা শুরু।

১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ০৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতরভাবে আহত হয় ।

১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ০৫ জন সদস্য শহীদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ০৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন । ০৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩টি জেলা এবং ৪২টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয় ।

১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয়।

২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাণীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর ।

২০১৯ : সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায় । বন্দিদের সকালের নাস্তা পরিবর্তন করে সপ্তাহে ০৪ দিন সবজি-রুটি, ০২ দিন খিচুড়ি ও ০১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান ।

রূপকল্প : রাষ্ট্রিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ ।

অভিলক্ষ্য : বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

কার্যাবলি :

১	বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ
২	বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
৩	বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ
৪	বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবন যাপনে অভ্যস্থকরণ
৫	বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ
৬	নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারিক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ
৭	বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ
৮	মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ
৯	মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
১০	বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ
১১	বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন
১২	কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চতকরণ
১৩	কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন
১৪	নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ
১৫	বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
১৬	কারা শিল্প এবং কারা বাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থ সাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
১৭	সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ।

জনবল :

ক্রমিক	গ্রেড	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্যপদ
১	২	৩	৪	৫
১	২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড	৩০৬	১৪৫	১৬১
২	১০তম গ্রেড হতে ১১তম	৩৮৬	২২১	১৬৫
৩	১২তম গ্রেড হতে ১৯তম	১১২০৮	১০০৯০	১১১২
৪	২০ তম গ্রেড	২৭৮	২২	২৫৬
৫	সর্বমোট =	১২১৭৮	১০৪৭৮	১৭০০

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প:

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়- ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন কাল- জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ ।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ, ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন এবং পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের জন্য গত ০৩-১০-২০১৭ তারিখে একটি উন্মুক্ত ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । এ প্রতিযোগিতায় ৯৮টি প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় এবং সর্বমোট ৩৪টি প্রতিষ্ঠান ডিজাইন ও মডেল জমা দেয় । এ বিষয়ে গঠিত ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট জুরি বোর্ড ৪ দিন ব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করে ১ম ও ২য় শ্রেষ্ঠ ডিজাইন নির্বাচনপূর্বক নিম্নলিখিত ৩ জনকে প্রশংসাপত্র প্রদানের জন্য নির্বাচন করেন :

ক্রমিক	নির্বাচিত	স্থপতির নাম
১	১ম স্থান	স্থপতি মোঃ আবদুর রশীদ ও তার দল
২	২য় স্থান	স্থপতি আমিনুল এহসান ও তার দল
৩	প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত তিন জন	স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম ও তার দল
		স্থপতি শফিক হাসনাইন ও তার দল
		স্থপতি আবুল ফজল মাহমুদুন নবী ও তার দল

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার, উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে । গত ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২৮-০৬-২০১৯ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ উদ্বোধন করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে । সার্বিক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক অর্জিত নম্বর ৯৮.৫ । উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৪৬ টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ৬ ছেয়) সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়েছে এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) -কে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । গত ১৮ জন ২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তির অনুলিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে ।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম :

কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়ন
১	জামিনের তালিকার ইলেকট্রিক ডিসপ্লে	কারা অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১,গাজীপুরে জামিন/খালাস প্রাপ্ত বন্দিদের নামের তালিকা ১৩-০২-২০১৯ তারিখ হতে এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
২	ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের সাক্ষাত	কারা অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের সাক্ষাত এর পাইলটিং কার্যক্রম টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে শুরু করা হয়েছে এবং এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের কথা বলা শুরু হয়েছে ।	বাস্তবায়িত
৩	আল্ট্রাভায়োলেট হিডেন সিল	কারা অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০-০৪-২০১৯ তারিখ হতে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে হিডেন সিল ব্যবস্থারের পাইলটিং শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন নির্মাণ ও মেরামত কাজ করতে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে হিডেন সিল ব্যবহার করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
৪	ই-সেবার মাধ্যমে দেখা-সাক্ষাত প্রক্রিয়া সহজীকরণ	কারা বন্দিদের সাথে ই-সেবার সাথে মাধ্যমে দেখা-সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এই কাযক্রম চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এই সেবা চালু করা হবে।	বাস্তবায়িত

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন :

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যে ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

১৬.৩.২: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.

উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের ০১ জন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ০১ জন কর্মকর্তাকে ডাটা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন ।

উল্লেখ্য, জার্মান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে "ইমপ্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে ।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কারাবন্দির সংখ্যা ১৮,৫০৯ জন । প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত প্যারালিগ্যালবৃন্দের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য উক্ত সময়কালে ৮৪,৩৯৬৮টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের উল্লেখযোগ্য হলো জামিন আবেদন দাখিলকরণ, আইনজীবী নিয়োগ ইত্যাদি। প্যারালিগ্যালদের মাধ্যমে এ যাবৎ মোট ১,৩৪,৭০০ জন কারাবন্দিকে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১২১৮টি কেস কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি হ্রাস করার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে সালিশ ও রেস্টোরেটিভ জাস্টিস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যার সংখ্যা ১৭২৫৬টি । কারাবন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০৭৭৮ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে । কাউন্সেলিং, চিকিৎসা সেবার জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রেরিত মামলার সংখ্যা ৯৪৪৫টি ।

তথ্য অধিকার আইন :

সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের কারা উপ-মহাপরিদর্শক জনাব বজলুর রশীদকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরিদর্শক এ, কে, এম মোস্তফা কামাল পাশাকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে । ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ০২ (দুই) জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে ।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা :

কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কারা উপ-মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর), জনাব মোঃ বজলুর রশিদকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে । অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা হিসেবে আছেন কারা মহাপরিদর্শক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। মাঠ পর্যায়ে জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শক আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উত্তম চর্চা : কারা অধিদপ্তরে যে সকল উত্তম চর্চা পালন করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(১) প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প "স্বজন" টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮-০৩-২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে । প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে তা চালু করার উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

(২) কারা বন্দিদের সাথে অনলাইনে সাক্ষাৎ :

কারা বন্দিদের সাথে ই-সেবার সাথে মাধ্যমে দেখা-সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এই কার্যক্রম চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এই সেবা চালু করা হবে।

(৩) কারাবন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান

কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদেরকে সাজাভোগ শেষে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৮টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে দেশের ২৩টি কারাগারে ৬৮৬৮ জন কারাবন্দিকে ৫০% লভ্যাংশ হিসেবে ২৮,৬৫,৬৮২/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(৪) বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন

প্রায় ২৫০ বছর যাবৎ কারাগারে সকালের নাস্তায় বন্দিদেরকে রুটি এবং ১৪.৫৮ গ্রাম গুড় দেয়া হতো । উক্ত মেন্যু পরিবর্তন করে ১৮-০৬-২০১৯ তারিখ হতে কারাগারসমূহে বন্দিদেরকে রুটি ও গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহের ০৪ দিন রুটির সাথে সবজি, ০২ দিন খিচুড়ি ও ০১ দিন রুটি এবং হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে ।

(৫) কারা বন্দিদের পুর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি

কারা বন্দিদের পুর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য টঘউচ এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এবং গাজীপুর জেলা কারাগারে এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে । পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে কারা বন্দিদের পুর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

(৬) কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন

কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ২৩টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যু লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫ টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

(৭) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু

মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮ টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে । পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(৮) ধর্মীয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি : কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা প্রদান করা হতো । এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক নুন্যতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন :

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ বিষয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ০১ জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে । অত্র অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা হয়েছে । এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক মডিউল চালু করা হয়েছে । শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে ।

উন্নয়ন প্রকল্প :

কারা অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে ০৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । এসব প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ :

১. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (মহিলা কারাগার) : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২০-০৯-২০০৭ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৬৪৭৯.১৫ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০০৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ এবং প্রকল্প পরিচালক- জনাব মোঃ জহুরুল আল চৌধুরী, উপসচিব। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ৯২% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২৩১ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মহিলা বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা ।

২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১-১১-২০১১ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়-২৫১০২.৭৫ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২০ এবং প্রকল্প পরিচালক-জনাব এস এম শাহীন পারভেজ, উপসচিব। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ৫৮% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা ।

৩. কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯-০৬-২০১৫ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ এবং প্রকল্প পরিচালক-জনাব মোহাঃ মোজাম্মেল হক, উপসচিব । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ৩২% কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২-১২-২০১৫ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ এবং প্রকল্প পরিচালক-জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ খান ইউসুফ জী, যুগ্মসচিব । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ৪০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারটি বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা ।

৫. কারা নিরাপত্তা আধুনিকীকরণ : প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪-০৫-২০১৬ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ এবং প্রকল্প পরিচালক- জনাব এ, কে, এম ফজলুল হক, কারা উপ-মহাপরিদর্শক। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ৫০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা বিভাগকে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৬. মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০২-০৮-২০১৬ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়-৯৩৯৬.৭৮ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল-জুলা, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ এবং প্রকল্প পরিচালক- জনাব মোকতার আহমদ চৌধুরী, উপসচিব । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ৯৭% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক আবাসন নির্মাণ ।

৭. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১-০৯-২০১৮ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়-৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ এবং প্রকল্প পরিচালক- জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, যুগ্মসচিব। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ০.৫০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাঙালী জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা ।

৮. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩-১০-২০১৮ তারিখে, প্রাক্কলিত ব্যয়-৬২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ এবং প্রকল্প পরিচালক- শেখ জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ, যুগ্মসচিব।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা ।

প্রশিক্ষণ :

কারাগারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সবাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৪৩৭ জন কর্মকর্তা এবং ১৬১৯ জন কারারক্ষীকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । কারা অধিদপ্তরের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ২৪৯ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ :

কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৮ টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০১৮-২০১৯ মেয়াদে ২১,৩০৬ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ "কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল" স্থাপন করা হয়েছে । উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে ।

এছাড়া কারাবন্দিদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ২৮টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, টাইলস লেইং, প্লাম্বার, মেসনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, মৌচাষ, মাশরুম চাষ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে ।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে রেডিমেড পোশাক তৈরি ও জামদানি তৈরির কারখানা চালু করত : এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে মে, ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৫৪,২১৮ জন বন্দিকে ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণের আওতায় দেশের সকল কারাগারের সকল বন্দিকে আনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে পোশাক শিল্প প্রশিক্ষণ

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে বন্দি কর্তৃক উৎপাদন কার্যক্রম

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে
বন্দিদের গৃহ সামগ্রী তৈরির কার্যক্রম

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের বেকারি তৈরি প্রশিক্ষণ

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে আসবাবপত্র তৈরির ছবি

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের ব্যাগ তৈরির দৃশ্য

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে সুতা তৈরির দৃশ্য

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে পুথি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির ছবি

৫৬ তম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালামী গ্রহণ করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান খান এম.পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৫৬ তম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে প্রশিক্ষকদের সাথে গ্রুপ ফটো সেশনে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ।

৫৬ তম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক কসরত প্রদর্শন ।

৫৬ তম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক কসরত প্রদর্শন।

উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং-২০১৯

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কারা মহাপরিদর্শক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং-২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন

বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন

পূর্বে কারা বন্দিদের সকালের নাস্তা হিসেবে শুধু রুটি এবং ১৪.৫৮ গ্রাম গুড় দেয়া হতো। ১৬-০৬-২০১৯ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রুটি গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহের ০৪ দিন সবজি-রুটি, ০২ দিন খিচুড়ি ও ০১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান সংক্রান্ত সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তনের শুভ উদ্বোধন করেন।

"স্বজন" উদ্বোধন

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বন্দিদের স্বজনদের সাথে টেলিফোনে কথা বলার পাইলট প্রকল্প স্বজন উদ্বোধন করেন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এ প্রকল্প চালু করা হবে।

কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য ইউএনওডিসি এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এবং গাজীপুর জেলা কারাগারে এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কাজের শুভ উদ্বোধন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ভবন ভাঙার মাধ্যমে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর "ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ এবং পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

কারাভ্যন্তরে নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম চলমান থাকায় এ বছরে ৯০ হাজার বন্দির মধ্যে একজন কারাবন্দিও ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়নি।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাণিজ্য মেলা ২০১৯ এ কারা অধিদপ্তর

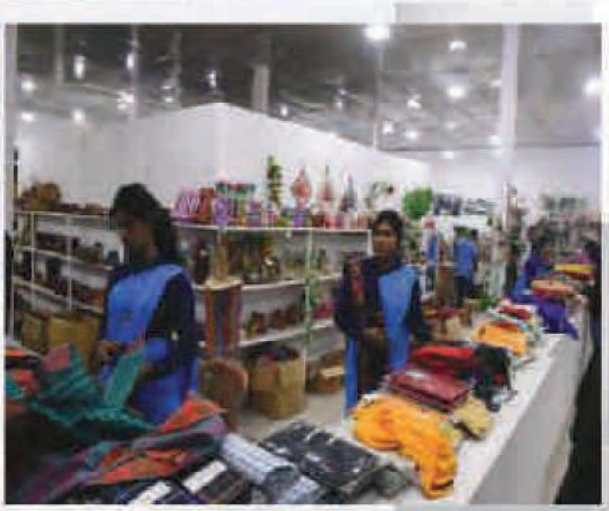

বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য "বাণিজ্য মেলা ২০১৯" এ অংশগ্রহণ করে কারা অধিদপ্তর মিনি প্যাভেলিয়ন ক্যাটাগরিতে ৩য় স্থান লাভ করে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ

সফলভাবে ১ম বারের মত জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী মিশন সম্পন্নকারী কর্মকর্তার সাথে মাননীয় কারা মহাপরিদর্শক

জেল হত্যা দিবস ২০১৮ :

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

৩৬ তম জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

৩৬ তম পুরুষ ও মহিলা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জেল ভারোত্তোলন দল ১ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য এবং ১ টি ব্রোঞ্জ পদক জয় লাভ করে পদক তালিকায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

১৫ তম জাতীয় সামার এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা-২০১৯

১৫ তম জাতীয় সামার এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় হাই জাম্পে জাতীয় রেকর্ডধারী বাংলাদেশ জেল দলের এ্যাথলেট উম্মে হাফসা রুমকীকে পদক ও সনদ প্রদান করছেন কারা মহাপরিদর্শক । উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জেল এ্যাথলেটিক্স দল ১ টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য, ৫ টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে ৩৩ টি দলের মধ্যে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।

কারাগারে নতুন সংযোজিত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-১ এ ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক বডি স্ক্যানার

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ এ ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক বডি স্ক্যানার

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ :

(১) আবাসিক সংকট নিরসন এবং কারাগারের বন্দিদের জীবন মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগার, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এবং খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(২) ৫০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৯৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(৩) নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও চাকরি প্রার্থীদের ভোগান্তি লাঘবের নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে কারারক্ষী নিয়োগের আবেদন জমা নেয়া হয়েছে ।

(৪) কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

(৫) দেশের কারাগারগুলোতে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি করে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কক্ষ ও প্রতিটি কারাগারে নির্মাণ করা হয়েছে।

(৬) কারা অধিদপ্তরের খেলোয়াড় কারারক্ষীদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ জেল দল জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

(৭) নিয়মিত কৃতি খেলোয়াড়দের প্রণোদনা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে ।

(৮) বন্দিদের যাতায়াত নিরাপদকরণের স্বার্থে কারা বিভাগে ২ টি ওয়েব বেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু করা হয়েছে।

(৯) কারা অধিদপ্তরে ICT Cell খোলা হয়েছে।

(১০) কারা হাসপাতালে বন্দিদের গোপনীয় স্বাস্থ্য তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু মেডিক্যাল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে । এ সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প আইসিআরসি-র সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনার বিবরণ : বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ-

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০১৯)

(১) কক্সবাজার, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া, নরসিংদী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার এর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(২) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে অনুমোদন গ্রহণ।

(৩) বর্তমান জনবল (ট্রেইনার) থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনাকরণ।

(৪) কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(৫) বন্দিদের জন্য আচরণ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ চালুকরণ।

(৬) জেল কোড এবং প্রিজন এ্যাক্ট সংশোধনকরণ।

(৭) সরকার ও এনজিও এর সহায়তায় বন্দি মুক্তির পর পুনর্বাসনে ফলো আপ করার কো-অর্ডিনেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৮) প্রথম পর্যায়ে সকল কেন্দ্রীয় এবং বৃহৎ জেলা কারাগারে বন্দি পুনর্বাসন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৯) মুক্তি প্রাপ্ত বন্দিদের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুলের শাখা চালুকরণ।

(১০) রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

(১১) কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।

(১২) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৩) পেরিমিটার ওয়াল ১৮ ফুট উঁচুকরণ।

(১৪) যে সকল কারাগারে ওয়াচ টাওয়ার এবং সার্চ লাইট নাই, সেগুলোতে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ এবং লাইট সংযোগপ্রদান।

(১৫) কারাগারের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মেডিকেল অফিসার পদায়ন।

(১৬) কারাগারের হাসপাতালের জন্য ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাফিস্ট নিয়োগ।

(১৭) বন্দিদের জন্য কাউন্সেলিং, ড্রাগ ও মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা চালুকরণ।

(১৮) নেশায় আসক্ত বন্দি চিহ্নিতকরণে এবং প্রিজন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মেডিকেল স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৯) ২০২১ সালের মধ্যে ৬টি বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ।

(খ) মধ্য মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০২২)

(১) খুলনা জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ।

(২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ।

(৩) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।

(৪) ঠাকুরগাঁও এবং নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৫) ২ পার্বত্য জেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি) কারাগার পুনঃ নির্মাণ।

(৬) জামালপুর জেলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।

(৭) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের পুনঃ অপরাধ হ্রাসকল্পে ফলোআপ প্রোগ্রাম পরিচালনার প্রকল্প তৈরিকরণ।

(৮) ঢাকা প্রিজন স্টাফ কলেজ নির্মাণ।

(৯) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রিজন ম্যানেজমেন্ট, অফিস ম্যানেজমেন্ট, জঙ্গিবাদ প্রতিহতকরণ, প্রিজন ম্যানেজমেন্ট, প্রিজন সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন।

(১০) কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ২০০ শয্যার পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল চালুকরণ।

(১১) দেশের সকল কারাগারের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়।

(১২) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও মাদক নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ।

(১৩) দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন।

(১৫) কারা অধিদপ্তরের সকল স্টাফ এবং বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি।

(১৬) ২০১৬-২০২০ সালের মধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং বিভাগীয় সদর দপ্তর স্টাফ উন্নতকরণ আধুনিকীকরণ।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০২৫)

(১) রাজশাহী, যশোর, রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।

(২) বগুড়া, নোয়াখালী এবং কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।

(৩) প্রিজন স্টাফ কোর্স চালুকরণ।

(৪) কক্সবাজারে উখিয়ায় উন্মুক্ত কারাগার চালুকরণ।

(৫) কারাবন্দিদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।